লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, শুক্রবার, ১২ জানুয়ারি ২০১৮
Port Blair·Friday·January 12, 2018
Arthik Lipi, Page 3

তৃণমূল আমলে কতজন সংখ্যালঘু চাকরি পেয়েছে, প্রশ্ন মুকুল রায়ের

গুজরাতের মুসলমানরা অনেক ভাল আছে এখানকার মুসলমানদের চেয়ে : দিলীপ

স্টাফ রিপোর্টার: পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে যখন জেলায় প্রতিরোধ সংকল্প অভিযানের সূচনা হচ্ছে সেই সময়ই সংখ্যালঘুদের মন পেতে শহরের রাজপথে বিজেপি। আর সেই কর্মসূচি থেকেই সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন দিলীপ ঘোষ ও মুকুল রায়। মুসলমানদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে দেখলেও তাদের উন্নয়ন নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত সরকার কিছুই করছে না বলেই তাদের অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার তরফে একটি মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে ধর্মতলায় ছোট সভা হয়। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, 'মুসলমানদের সরলতার সুযোগ নেওয়া হচ্ছে। অথচ তাদের উন্নয়নের জন্য কিছুই করছেন না মুখ্যমন্ত্রী।' তাঁর মন্তব্য, 'শুধু হিজাব পরলেই মুসলমানদের উন্নতি হয় না।' এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন মুকুল রায়ও। তাঁর বক্তব্যও ছিল ঝাঁঝালো। সংখ্যালঘুদের চাকরি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বিজেপি নেতা বলেন, 'আপনার আমলে কতজন চাকরি পেয়েছেন, তার তালিকা প্রকাশ করুন।' তাঁর মন্তব্য, 'সংখ্যালঘুদের শুধু ভোটের জন্যই ব্যবহার করা হয়। তাদের জন্য কোনও উন্নয়ন করা হয় না।'

এদিন বিজেপির রাজ্য দফতর থেকে মিছিল শুরু করে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চা। মিছিল যায় ধর্মতলায়। সভা শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বোঝানোর চেষ্টা করেন কীভাবে মুসলমানদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার তুলনাও টানেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি সংখ্যালঘুদের জন্য অনেক কাজ করেন। তিনি ওবিসি করে দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানরা চাকরি পাচ্ছেন না। এখানে সরকারি ক্ষেত্রে মুসলমানদের চাকরির হার দুই শতাংশ। আর গুজরাতে সেই হার সাত শতাংশ।' দিলীপ ঘোষের আরও সংযোজন, 'বলা হয়, গুজরাত থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি ভেদাভেদের রাজনীতি করে না। গুজরাতের মুসলমানরা এখানকার মুসলমানদের চেয়ে অনেক ভাল আছেন। সেখানকার অনেক মুসলমান কল-কারখানার মালিক। সেখানে অনেক মুসলমান চার চাকায় ঘুরে বেড়ায়।' এদিনের সভা থেকে রিজওয়ানুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। তিনি বলেন, 'একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিজওয়ানুরের মাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতেন। রিজওয়ানুরের মা বলতেন, মুঝে ইনসাফ চাহিয়ে। রিজওয়ানুরের মা কি আদৌ বিচার পেয়েছেন?' এই প্রসঙ্গে তাঁর আরও মন্তব্য, 'রিজওয়ানুর কাণ্ডে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল সেই সমস্ত পুলিশ অফিসার বিভিন্ন জায়গায় শীর্ষ পদে রয়েছেন।' মুকুল রায়ের দাবি, 'নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সারা দেশের সংখ্যালঘু ভাল আছেন।' বিজেপির কর্মসূচি প্রসঙ্গে এদিন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, 'বিজেপির এক মন্ত্রী বলেছেন যে, নিউটন মধ্যাকর্ষ শক্তি আবিষ্কার করেননি। যারা অবৈজ্ঞানিক কথা বলে, যারা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে ইতিহাসকে জাহির করার চেষ্টা করে তারা সংখ্যালঘুদের জন্য কাজ করবে বিশ্বাস হয় না। তারা মানুষকে রক্ষা করার জন্য বিধিব্যবস্থা করে না। গোরক্ষার জন্য বিধি তৈরি করে। এরা একমুখী চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করে।'

এদিন থেকেই বিজেপি প্রতিরোধ সংকল্প অভিযান শুরু করেছে। বিজেপির কর্মসূচি প্রসঙ্গে এদিন তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি রাস্তায় নেমে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চাইছে।' মানুষকে সতর্ক থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

অসমে চক্রান্ত করেই 'বাঙালি খেদাও' বিজেপির, অভিযোগ বিরোধী দলনেতার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি আব্দুল মান্নানের

স্টাফ রিপোর্টার: 'ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন' (এনআরসি) এর নাম করে অসমে ধর্মীয় মেরুকরণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন আব্দুল মান্নান। এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা। এই এনআরসিকে ঢাল করে অসম থেকে 'বাঙালি খেদাও' অভিযানে নেমেছে সর্বানন্দ সোনোওয়ালের সরকার। আর অসম সরকারের এই সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী এনআরসি'র নাম করে আদপে বিজেপি রাজনীতি করছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি অসম থেকে বাঙালিদের বিতাড়িত করা হলে তাঁদের এই রাজ্যে স্বাগতও জানিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এবার সেই একই সুরে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন আব্দুল মান্নান। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার বক্তব্য,'এনআরসির নাম করে আসলে ধর্মীয় মেরুকরণ করা হচ্ছে। অসমের বাঙালিদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করেই চক্রান্ত করছে অসম সরকার।' অসম সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে চূড়ান্ত অনিশ্চিয়তায় ভুগছেন সেখানকার বাঙালিরা। এই মুহূর্তে অসমের বড়াপেটা, দারাং, সোনিতপুর, মোরিগাঁও, বঙ্গাইগাঁও, লাখিমপুর, ধেমাজি ছাড়াও বরাক উপত্যকার কাছার, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি মিলিয়ে প্রায় দেড় কোটি বাঙালি বসবাস করছেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই এনআরসির ফলে এই রাজ্যের

প্রায় ৭০ শতাংশ বাঙালি বাস্তুচ্যুত হতে চলেছে। এই ইস্যুতে এদিন আব্দুল মান্নানের বক্তব্য,'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে ভুল ব্যাখ্যা করে অসম সরকার যে পদ্ধতিতে এই কাজ করছে তাতে আমাদের জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বাঙালিরা আতঙ্কিত।' এমনকী এনআরসির জন্য যে সমস্ত নথি চাওয়া হচ্ছে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য,'যে সমস্ত নথি চাওয়া হচ্ছে, সেই সময়ে এই ধরনের নথি বেশিরভাগ মানুষের কাছে ছিল না। খোঁজ নিলে গুজরাত, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লিতে এই ধরনের মানুষ প্রচুর মিলবে। অসমের বাঙালিদের অভারতীয়ের আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। এই মানুষগুলো কোথায় যাবে?' ইতিমধ্যেই এই নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইভাবে অসমের 'বাঙালি খেদাও' ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরিও। এদিন সেই একই ইস্যুতে সরাসরি পদ্ম শিবিরকে 'টার্গেট' করে আব্দুল মান্নানের বক্তব্য, 'পরিকল্পিতভাবেই ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করছে বিজেপি। এর ফলে দেশ এক চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে চলে যাচ্ছে।' অসম থেকে 'বাঙালি খেদাও' নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এই প্রসঙ্গে আব্দুল মান্নানের বক্তব্য,'আমি প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছি, এর ফলে দেশের সংহতি নষ্ট হবে। আপনি দেশের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে আরও সক্রিয় হোন।' তবে এখানেই শেষ নয়। অসমের বাঙালিদের স্বার্থে প্রয়োজনে যে কোনও পদক্ষেপেই রাজি বলেও জানান বিরোধী দলনেতা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত ঐতিহ্যের পরিপন্থী: বিমান বসু

স্টাফ রিপোর্টার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডি লিট দেওয়ার তীব্র নিন্দা করেছে বামেরা। মুখ্যমন্ত্রীকে ডি লিট দেওয়ায় মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার ঐতিহ্য ভেঙেছে বলেই অভিযোগ বামেদের। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীকে ডি লিট দেওয়ার কড়া সমালোচনা করে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে ডি লিট সম্মান দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি যেহেতু বিচারাধীন তাই মুখ্যমন্ত্রীকে ডি লিট দেওয়ার বিষয়টি মুলতুবি রাখা উচিত ছিল।' এ প্রসঙ্গে বিমান বসুর আরও বক্তব্য, 'বিষয়টি এমন যেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নেই। আগে তা ছিল। নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করত। কিন্তু এখন তারা সরকারি অনুদানের উপর নির্ভরশীল। বিশ্ববিদ্যালয় এখন সরকার পোষিত বলা যায়।' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে

ডি লিট দিয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই প্রসঙ্গ টেনে বিমান বসু এদিন বলেন, 'বলা হচ্ছে যে, জ্যোতি বসুকেও তো ডি লিট সম্মান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জ্যোতি বসুকে যখন এই সম্মান দেওয়া হয়, তখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়ার কয়েক বছর পর তাঁকে ডি লিট উপাধি দেওয়া হয়েছিল।' ডি লিট সম্মান পাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষণ দেন তারও সমালোচনা করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ আমি শুনেছি। তিনি যে ভাষণ দিয়েছেন তা বাঁধিয়ে রাখার মতো। অতীতে যাদের ডি লিট দেওয়া হয়েছিল তারাও ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা এরকম ভাষণ দেননি। সমাবর্তন অনুষ্ঠান রাজনৈতিক প্রচারের জায়গা নয়। মুখ্যমন্ত্রী যেটা করেছেন তা রাজনৈতিক প্রচারের সমতুল।' মুখ্যমন্ত্রীকে ডি লিট প্রদানের সমালোচনার পাশাপাশি বামফ্রন্টের কয়েকটি কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন বিমান বসু। তিনি জানান, '২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে দেশপ্রেম দিবস পালন করবে বামেরা।'২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্য জুড়ে বামেরা মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করবে বলেও জানিয়েছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান। এদিন বামফ্রন্টের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন বিমল গুরুং রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় রাজি বলে ঘোষণা করেন। সে প্রসঙ্গে বিমান বসুর বক্তব্য, 'আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি যে, পাহাড় সমস্যায় আলোচনার প্রয়োজন। সত্যিকারের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা জরুরি। এটা ছাড়া দার্জিলিংয়ের সমস্যার সমাধান হবে না।'

ডিভিশন বেঞ্চেও কর্মসূচিতে অনুমতি

স্টাফ রিপোর্টার: বিজেপির কর্মসূচির জন্য অনুমতি বহাল রাখল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যে গণতন্ত্র ফেরাতে সপ্তাহব্যাপী প্রতিরোধ সংকল্প অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি যুব মোর্চা। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন বিজেপির সেই কর্মসূচির অনুমতি না দেওয়ায় বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি যুব মোর্চা। বিজেপির সেই আবেদনের ভিত্তিতে বুধবার সিঙ্গেল বেঞ্চ শর্তসাপেক্ষে বিজেপিকে মিছিল করার অনুমতি দেয়। বৃহস্পতিবার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে রাজ্য। কিন্তু সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশকে বহাল রেখে ডিভিশন বেঞ্চ বিজেপির কর্মসূচিতে অনুমতি দেয়। বিজেপির মিছিলে ঠিকমতো নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য হাইকোর্ট নিযুক্ত দু'জন অফিসার থাকবেন। গত বুধবার কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি যুব মোর্চা। আর তাতেই মেলে ফল। কর্মসূচির জন্য অনুমতি পায় বিজেপি।

বাসের রেষারেষিতে মৃত্যু পথচারীর

স্টাফ রিপোর্টার : পথ নিরাপত্তা বাড়াতে বৃহস্পতিবার পুলিশের উদ্যোগে শুরু হয়েছে সর্বভারতীয় স্তরের কনফারেন্স। তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার সকালে দু'টি বাসের রেষারেষির বলি হতে হল এক পথচারীকে। খান্না মোড়ের কাছে এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আরতি গুহ (৫৫) নামে মধ্যবয়সী এক মহিলার।

পুলিশ সূত্রে খবর, সকাল সাতটা নাগাদ খান্না মোড়ে উল্টোডাঙার দিকে যাচ্ছিলেন আরতি। তখন ২০২ এবং ২২৭ রুটের দু'টি বাস যাত্রী তোলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করছিল। সেই সময় ২০২ রুটের বাসটি ধাক্কা মারে আরতিকে। সেই বাসের চাকাতেই পিষ্ট হন তিনি। দুর্ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করা হয়। ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে চালক ও কন্ডাক্টর পলাতক। পুলিশ জানিয়েছে, মানিকতলা এলাকার বাসিন্দা এই মহিলা এক আইনজীবীর বাড়িতেই আয়ার কাজ করতে যাচ্ছিলেন। প্রসঙ্গত, ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন করতে শহরের বাস, ট্রাক, ক্যাব চালকদের নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেছিল পুলিশ। বুধবারই সেই প্রতিযোগিতার শেষ হয়েছে। কিন্তু সবকিছুর পরেও যে বাস-ট্রাক চালকদের যে সচেতন করা যাচ্ছে না, এই ঘটনা তা ফের প্রমাণ করল।

বেলেঘাটায় ৮৫ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

স্টাফ রিপোর্টার : এবার খাস কলকাতায় জাল নোট চক্রের হদিশ পেল পুলিশ। বেলেঘাটায় ৮৫ হাজার টাকার জাল নোট সহ গ্রেফতার ৪। উদ্ধার হয়েছে কালার প্রিন্টার সহ জাল নোট তৈরি একাধিক সরঞ্জাম। পুলিশের দাবি, বেলঘরিয়ায় একটি কারখানায় টাকা তৈরির কাগজ কালার প্রিন্ট করে জাল নোট তৈরি করা হত। সেখান থেকে তা ছড়িয়ে দেওয়া হত শহরের বিভিন্ন প্রান্তে।

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় বেলেঘাটা বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। তার কাছ থেকে বেশ কয়েকটি জাল নোট পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে বেলেঘাটা থানায় খবর দেন তারা। ওই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। জানা যায়, শহরের উপকণ্ঠে বেলঘরিয়ায় একটি কারখানায় এই জাল নোট তৈরি হয়। অভিযান চালিয়ে ওই কারখানা থেকে টাকা তৈরির সাদা কাগজ, প্রিন্টিং মেশিন সহ জাল নোট তৈরির একাধিক সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ৮৫ হাজার টাকা জাল নোটও পাওয়া গিয়েছে। ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু, শহরের বুকে কীভাবে চলত এই জাল নোটের চক্র? তদন্তকারীরা জানিয়েছেন,প্রথমে টাকা তৈরির সাদা কাগজ সংগ্রহ করত জাল নোটের কারবারিরা। বেলঘরিয়ার ওই কারখানায় সেই কাগজ কালার প্রিন্ট করে তৈরি হত জাল নোট। বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে সেই নোট ছড়িয়ে দেওয়া হত শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। সীমান্তবর্তী জেলা বিশেষ করে মালদহে এই জাল নোটের কারবার চলত। সেখান থেকে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হত জাল নোট। গোয়েন্দাদের দাবি, পাকিস্তানের মদতে বাংলাদেশ হয়ে মালদহ সীমান্ত দিয়ে এদেশে ঢোকে জাল নোট।

গঙ্গাসাগরের টানে সাধু-সন্ন্যাসীরা শহরে, ভিড়ে জমজমাট বাবুঘাট

সায়ন্তী অধিকারী

আজও গঙ্গাসাগরের ডুব দিয়ে পুণ্য অর্জনের মাহাত্ম্য সারা দেশের মানুষকে সমানভাবে টানে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং প্রযুক্তির বিকাশ হলেও প্রত্যেকবছর মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীরা এই রাজ্যে সারা ভারত থেকে গঙ্গাসাগরে আসেন। কলকাতায় এই উপলক্ষ্যে বাবুঘাটে জমে উঠে সাধু-সন্ন্যাসীদের এক বিচিত্র এবং অভিনব সমাবেশ। প্রবল ঠান্ডায় যখন সাধারণ মানুষ চারপ্রস্থ শীতের জামাকাপড় পরে, সেই সময় সাধু-সন্ন্যাসীরা নগ্ন গায়ে ছাই মেখে গঙ্গার পারে বসে কাটান দিন-রাত।

বাবুঘাট এখন মিনি গঙ্গাসাগর। প্রতিবছরের মতোই দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসেছেন সাধু বাবারা। আছে বিদেশি 'বাবা'দের আনাগোনাও। জমিয়ে বসেছেন আখড়াও। পুণ্যলাভের আশায় গঙ্গাস্নান করাই একমাত্র লক্ষ্য তাদের। 'ট্রানজিট ক্যাম্পে' থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে তাদের। তিনবেলা

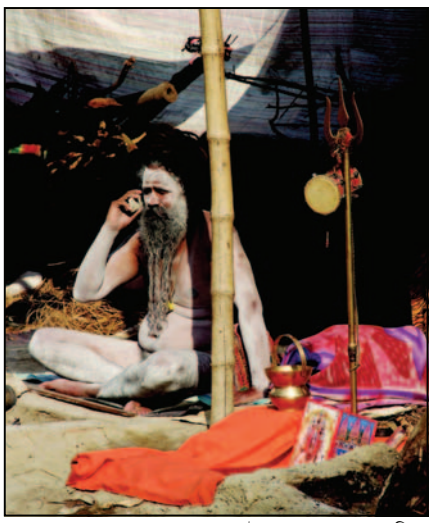

খাওয়াদাওয়াও থাকে মন ভরে। রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগই এই গোটা আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছে। দু'বেলা বিশ্রাম নেয় ওই ক্যাম্পে। সব মিলিয়ে বাবুঘাট এখন জমজমাট। বছরের অন্যদিনে ভিক্ষুকদের টাকা দিতেও বাধে অনেক মানুষের। তবে এই অবস্থায় বাবুঘাটে যারা পুণ্যলাভের আশায় আসেন তারা এখন দিনে ৫০টাকা পর্যন্তও দিচ্ছেন তাদের। এক ভিক্ষুক নির্মল রায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই উৎসবের উপলক্ষ্যে ভালোই আয় হচ্ছে তাদের। আরও জানা গেল, দিনে রাতে খাবারটাও ঠিক মতো জোগাড় হয়ে যাচ্ছে। ওই ট্রানজিট ক্যাম্পে খিচুরি, তরকাড়ি বরাদ্দ সবার জন্য। রাজ্য সরকারের এমন পরিকল্পনায় শুধু ভিক্ষুকরা উপকৃত নন, বাবুঘাটের পাড়ে থাকা চা দোকানি, মুচি সবারই লাভ হচ্ছে বলেও জানা গেছে। গঙ্গাসাগরে যাওয়ার আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে ফের রওনা হচ্ছে সাগরসঙ্গমের দিকে।

এই উপলক্ষ্যে বাবুঘাট চত্বর এক মেলার রূপ নিয়েছে। তবে কলকাতাবাসী মেলা বলতে যা বোঝে ঠিক তেমনটা নয়। এখানে শয়ে শয়ে রয়েছে সাধু বাবাদের মেলা। ক্রমশই ভিড় বাড়ছে বাবুঘাটের ওই ক্যাম্পে। এই ভিড়ে যেমন রয়েছে শান্ত বাবা, তেমনই রয়েছে শৈব বা বৈষ্ণব সাধু রয়েছে বিদেশিদের আনাগোনাও।

'মোবাইল বাবা', 'চা বাবা', 'ঝুলা বাবা' এমন অনেক বাবার আনাগোনা রয়েছে সেখানে। গঙ্গাসাগর যাওয়ার আগে প্রত্যেক বছরই এমন ভিড় জমায় এই সাধু-সন্ন্যাসীরা। কেউ ১০ বছর, কেউ বা তারও বেশি সময় ধরে পুণ্যলাভের আশায় চলে আসে ভারতের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে।

এক সাধু বাবাকে প্রশ্ন করলে জানা গেল, কেনও প্রত্যেক বছর তারা এখানে আসেন? তার উত্তরে তিনি জানান, পুণ্যলাভ করতে পারছি। তাই আসছি। এক অন্ধবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। 'চা বাবা'তো ব্যস্ত প্রত্যেককে চা খাওয়াতে। এইভাবেই গঙ্গাসাগরে যাওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সবাই।